তৃতীয় অধ্যায়

মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব

এই অধ্যায়ে আগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ নাভির নির্মল চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষায় মহারাজ নাভি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর পত্নীসহ বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান নাভির ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর সম্মুখে চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরা তখন তাঁর স্তব করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, মহারাজ নাভি যেন তাঁরই মতো একটি পুত্র লাভ করতে পারেন, এবং তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেব রূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নাভিরপত্যকামোঽপ্রজয়া মেরুদেব্যা ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমব-হিতাত্মাযজত ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **নাভিঃ**—মহারাজ আগ্নীধ্রের পুত্র; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র লাভের বাসনায়; **অপ্রজয়া**—নিঃসন্তান; **মেরুদেব্যা**—মেরুদেবী সহ; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পুরুষম্**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর শ্রীবিষ্ণুর; **অবহিত-আত্মা**—সমাহিত চিত্তে; **অযজত**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আগ্নীধ্রের পুত্র মহারাজ নাভি পুত্র লাভের বাসনা করেছিলেন, এবং তাই তিনি সমাহিত চিত্তে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

মহারাজ নাভির পত্নী পুত্রহীনা মেরুদেবীও তাঁর পতির সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন।

শ্লোক ২

তস্য হ বাব শ্রদ্ধয়া বিশুদ্ধভাবেন যজতঃ প্রবর্গ্যেষু প্রচরৎসু দ্রব্যদেশ-কালমন্ত্রর্ত্বিগ্‌দক্ষিণাবিধানযোগোপপত্ত্যা দুরধিগমোঽপি ভগবান্ ভাগবত-বাৎসল্যতয়া সুপ্রতীক আত্মানমপরাজিতং নিজজনাভিপ্রেতার্থবিধিৎসয়া গৃহীতহৃদয়ো হৃদয়ঙ্গমং মনোনয়নানন্দনাবয়বাভিরামমাবিশ্চকার ॥ ২ ॥

তস্য—তিনি (নাভি) যখন; **হ বাব**—নিশ্চিতভাবে; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **বিশুদ্ধ-ভাবেন**—শুদ্ধ, নির্মল মনের দ্বারা; **যজতঃ**—আরাধনা করছিলেন; **প্রবর্গ্যেষু**—প্রবর্গ্য নামক সকাম কর্ম; **প্রচরৎসু**—যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল; **দ্রব্য**—উপকরণ; **দেশ**—স্থান; **কাল**—সময়; **মন্ত্র**—মন্ত্র; **ঋত্বিক্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত; **দক্ষিণা**—পুরোহিতদের পুরস্কার; **বিধান**—বিধি; **যোগ**—এবং উপায়; **উপপত্ত্যা**—অনুষ্ঠানের ফলে; **দুরধিগমঃ**—দুর্লভ; **অপি**—যদিও; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভাগবত-বাৎসল্যতয়া**—তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু; **সুপ্রতীকঃ**—অত্যন্ত সুন্দর রূপ সমন্বিত; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **অপরাজিতম্**—অজেয়; **নিজ-জন**—তাঁর ভক্তের; **অভিপ্রেত-অর্থ**—বাসনা; **বিধিৎসয়া**—পূর্ণ করার জন্য; **গৃহীত-হৃদয়ঃ**—আকৃষ্ট চিত্ত; **হৃদয়ঙ্গমম্**—আনন্দদায়ক; **মনঃ-নয়ন-আনন্দন**—মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদানকারী; **অবয়ব**—অঙ্গের দ্বারা; **অভিরামম্**—সুন্দর; **আবিশ্চকার**—প্রকাশ করেছিলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞে ভগবানের কৃপা লাভ করার জন্য সাতটি দিব্য সাধন রয়েছে—(১) মূল্যবান বস্তু বা আহার্য নিবেদন; (২) দেশ বা স্থান অনুসারে কার্য করা; (৩) কাল বা সময় অনুসারে কার্য করা; (৪) মন্ত্র উচ্চারণ; (৫) ঋত্বিকবরণ; (৬) দক্ষিণা দান এবং (৭) বিধি পালন। কিন্তু এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা সর্বদা ভগবানকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান ভক্তবৎসল, তাই তাঁর ভক্ত মহারাজ নাভি যখন শুদ্ধ এবং নির্মল চিত্তে প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা এবং স্তব করেছিলেন, তখন পরম দয়ালু পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবাৎসল্য-হেতু, তাঁর অপরাজিত পরম আকর্ষণীয় চতুর্ভুজ মূর্তিতে মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার

জন্য, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর ভক্তের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ ভক্তের মন এবং নয়নের আনন্দ প্রদান করে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বত জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা যখন পূর্ণরূপে ভগবানকে জানা যায়, তখন ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৫)

ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং দর্শন করা যায়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভি যদিও তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবুও বুঝতে হবে যে, তাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হননি, তিনি তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ নিয়ে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন কেবল তাঁর ভক্তির জন্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩০) বলা হয়েছে যে, ভগবানের আদি রূপ পরম সুন্দর। *বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্*—পরমেশ্বর ভগবানের অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ হলেও তা অত্যন্ত সুন্দর।

শ্লোক ৩

অথ হ তমাবিষ্কৃতভুজযুগলদ্বয়ং হিরণ্ময়ং পুরুষবিশেষং কপিশকৌশেয়াম্বরধরমুরসি বিলসচ্ছ্রীবৎসললামং দরবরবনরুহবনমালাচ্ছূর্যমৃতমণিগদাদিভিরুপলক্ষিতং স্ফুটকিরণপ্রবরমুকুটকুণ্ডলকটককটিসূত্রহারকেয়ূরনূপুরাদ্যঙ্গভূষণবিভূষিতমৃত্বিক্সদস্যগৃহপতয়োঽধনা ইবোত্তমধনমুপলভ্য সবহুমানমর্হণেনাবনতশীর্ষাণ উপতস্থুঃ ॥ ৩ ॥

অথ—তারপর; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **তম্**—তাঁকে; **আবিষ্কৃত-ভুজ-যুগল-দ্বয়ম্**—যিনি চতুর্ভুজ রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন; **হিরণ্ময়ম্**—অত্যন্ত উজ্জ্বল; **পুরুষ-বিশেষম্**—পুরুষোত্তম; **কপিশ-কৌশেয়-অম্বর-ধরম্**—পীত পট্টবসন পরিহিত; **উরসি**—বক্ষে; **বিলসৎ**—সুন্দর; **শ্রীবৎস**—শ্রীবৎস নামক; **ললামম্**—চিহ্নযুক্ত; **দর-**

বর—শঙ্খের দ্বারা; **বন-রুহ**—পদ্মফুল; **বন-মালা**—বনফুলের মালা; **অচ্ছূরি**—চক্র; **অমৃত-মণি**—কৌস্তুভ মণি; **গদা-আদিভিঃ**—গদা আদি অন্যান্য চিহ্নযুক্ত; **উপলক্ষিতম্**—লক্ষণযুক্ত হয়ে; **স্ফুট-কিরণ**—উদ্ভাসিত; **প্রবর**—পরমোৎকৃষ্ট; **মুকুট**—মুকুট; **কুণ্ডল**—কর্ণকুণ্ডল; **কটক**—বলয়; **কটি-সূত্র**—কোমরবন্ধ; **হার**—কণ্ঠহার; **কেয়ূর**—বাজুবন্ধ; **নূপুর**—নূপুর; **আদি**—ইত্যাদি; **অঙ্গ**—শরীরের; **ভূষণ**—অলঙ্কার; **বিভূষিতম্**—অলংকৃত; **ঋত্বিক্**—পুরোহিতগণ; **সদস্য**—পার্ষদগণ; **গৃহ-পতয়ঃ**—এবং গৃহপতি মহারাজ নাভি; **অধনাঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **ইব**—সদৃশ; **উত্তম-ধনম্**—প্রচুর ধনরাশি; **উপলভ্য**—লাভ করে; **স-বহু-মানম্**—অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে; **অর্হণেন**—পূজার উপকরণ সহ; **অবনত**—নত; **শীর্ষাণঃ**—মস্তকে; **উপতস্থুঃ**—আরাধনা করেছিলেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর চতুর্ভুজ রূপে রাজার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তেজোময় পুরুষোত্তম রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তাঁর কটিদেশ পীত পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন শোভা বিস্তার করছিল, তাঁর চার হাতে ছিল শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা, এবং তাঁর গলদেশে বনফুলের মালা ও কৌস্তুভ মণি শোভা পাচ্ছিল। মুকুট, কুণ্ডল, বলয়, কটিসূত্র, মুক্তাহার, কেয়ূর ও নূপুর আদি উজ্জ্বল রত্নখচিত অঙ্গভূষণে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অকস্মাৎ প্রচুর ধনরাশি লাভ করে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করে, মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদগণও ভগবানকে তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত দেখে, সেই প্রকার আনন্দ অনুভব করেছিলেন। তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে অবনত মস্তকে পূজার উপকরণ নিবেদন করে তাঁর আরাধনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হননি। তিনি মহারাজ নাভি এবং তাঁর পার্ষদদের সম্মুখে পুরুষোত্তম রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। *বেদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্* । পরমেশ্বর ভগবানও পুরুষ, তবে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। *ভগবদ্গীতায়* (৭/৭) ভগবান স্বয়ং বলেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে পরতর সত্য আর কিছু নেই।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অধিক আকর্ষণীয় অথবা অধিক প্রভাবশালী আর কেউ নেই। সেটিই হচ্ছে সাধারণ জীব এবং ভগবানের মধ্যে পার্থক্য। ভগবান বিষ্ণুর দিব্য রূপের এই বর্ণনা থেকে অন্যান্য জীবের সঙ্গে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পার্থক্য

সহজেই নিরূপণ করা যায়। তাই মহারাজ নাভি, তাঁর পুরোহিত এবং পার্ষদেরা সকলে তাঁকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন এবং বিবিধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করতে শুরু করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৬/২২) বর্ণনা করা হয়েছে, *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ* । অর্থাৎ "তা লাভ করার পর মানুষ মনে করে যে, তার থেকে বড় লাভ আর কিছু নেই।" কেউ যখন প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে উপলব্ধি এবং দর্শন করেন, তখন তাঁর মনে হয় যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হয়েছেন। *রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—কেউ যখন উচ্চতর স্বাদ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর চেতনা স্থির হয়, অর্থাৎ তিনি আর তখন নিম্নতর বস্তু আস্বাদনের জন্য লালায়িত হন না। পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে, আর জড় বস্তুর প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন তিনি ভগবানের আরাধনায় স্থির হন।

শ্লোক ৪-৫

ঋত্বিজ ঊচুঃ

অর্হসি মুহুরর্হত্তমার্হণমস্মাকমনুপথানাং নমো নম ইত্যেতাবৎসদুপশিক্ষিতং কোঽর্হতি পুমান্ প্রকৃতিগুণব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতিপুরুষয়োরর্বাক্তনাভির্নামরূপাকৃতিভী রূপনিরূপণম্ ॥৪॥ সকলজননিকায়বৃজিননিরসনশিবতমপ্রবরগুণগণৈকদেশকথনাদৃতে ॥৫॥

ঋত্বিজঃ ঊচুঃ—ঋত্বিকেরা বললেন; **অর্হসি**—দয়া করে গ্রহণ করুন; **মুহুঃ**—বারবার; **অর্হৎ-তম**—হে পূজ্যতম; **অর্হণম্**—পূজা; **অস্মাকম্**—আমাদের; **অনুপথানাম্**—যাঁরা আপনার সেবক; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **ইতি**—এইভাবে; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **সৎ**—সাধুদের দ্বারা; **উপশিক্ষিতম্**—শিক্ষা; **কঃ**—কি; **অর্হতি**—করতে সক্ষম; **পুমান্**—মানুষ; **প্রকৃতি**—জড়া প্রকৃতির; **গুণ**—গুণ; **ব্যতিকর**—রূপান্তরে; **মতিঃ**—যাঁর মন মগ্ন; **অনীশঃ**—সব চাইতে অক্ষম; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **পরস্য**—অতীত; **প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ**—তিন গুণের অন্তর্গত; **অর্বাক্-নাভিঃ**—যা সেখানে পৌঁছাতে পারে না, অথবা যা এই জড় জগতের; **নাম-রূপ-আকৃতিভিঃ**—নাম, রূপ এবং গুণের দ্বারা; **রূপ**—আপনার প্রকৃতি বা স্থিতি; **নিরূপণম্**—প্রতিপাদন; **সকল**—সমস্ত; **জন-নিকায়**—মানব-জাতির; **বৃজিন**—পাপকর্ম; **নিরসন**—বিনাশ করে; **শিবতম**—সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর; **প্রবর**—শ্রেষ্ঠতম; **গুণ-গণ**—দিব্য গুণাবলীর; **এক-দেশ**—এক অংশ; **কথনাৎ**—কীর্তনের ফলে; **ঋতে**—বিনা।

অনুবাদ

ঋত্বিকগণ ভগবানের স্তুতি করে বললেন—হে পূজ্যতম, আমরা আপনার ভৃত্য। যদিও আপনি পরিপূর্ণ, তবুও দয়া করে আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে, আপনার নিত্যদাস আমাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবা গ্রহণ করুন। আমরা আপনার দিব্যরূপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অবগত নই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র এবং আচার্যদের শিক্ষা অনুসারে আমরা কেবল বারবার আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। বিষয়াসক্ত জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই তারা কখনও পূর্ণ নয়, কিন্তু আপনি সমস্ত জড় ধারণার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ—সবই চিন্ময় এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। বাস্তবিকপক্ষে, কে আপনাকে জানতে পারে? জড় জগতে আমরা কেবল জড় নাম এবং গুণই অনুভব করতে পারি। পরম পুরুষ আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি এবং প্রার্থনা নিবেদন করা ছাড়া আমাদের আর কোন সামর্থ্য নেই। আপনার সর্ব মঙ্গলময় দিব্য গুণাবলীর কীর্তন সমগ্র মানব-জাতির সমস্ত পাপ নিরসন করতে পারে। আপনার সেই মহিমা কীর্তনই আমাদের পক্ষে সব চাইতে পবিত্র কর্তব্য, এবং তার ফলে আমরা আপনার অলৌকিক স্থিতির অংশ মাত্র জানতে পারব।

তাৎপর্য

জড় অনুভূতির সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কোন যোগ নেই। নির্বিশেষবাদের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বলেছেন, *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ*—"পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড় ধারণার অতীত।" ভগবানের রূপ এবং গুণ সম্বন্ধে আমরা জল্পনা-কল্পনা করতে পারি না। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবানের রূপ এবং কার্যকলাপকে আমাদের প্রামাণিক তথ্য বলে মেনে নিতে হবে। যেমন *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"চিন্তামণির দ্বারা রচিত এবং লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষ পরিবেষ্টিত চিন্ময় ধামে যিনি নিত্য বিরাজ করেন, এবং সুরভি গাভীদের পালন করেন, শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী সম্ভ্রম এবং প্রীতি সহকারে নিরন্তর যাঁর সেবা করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি

ভজনা করি।" সেই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা, তাঁর রূপ এবং গুণের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আমরা বৈদিক শাস্ত্র ও ব্রহ্মা, নারদ, শুকদেব গোস্বামী এবং অন্যান্য মহাজনদের বাণী থেকে প্রাপ্ত হতে পারি। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ*—"আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি না।" তাই ভগবানের আর একটি নাম হচ্ছে *অধোক্ষজ* এবং *অপ্রাকৃত*, অর্থাৎ, তিনি আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত। ভগবান তাঁর অহৈতুকী ভক্তবাৎসল্য হেতু মহারাজ নাভির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তেমনই, আমরা যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত হই, তাহলে তিনি আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করবেন। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ* । ভগবানকে জানার এটিই হচ্ছে একমাত্র উপায়। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—ভক্তির প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এছাড়া অন্য আর কোন উপায় নেই। সাধুদের বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ভগবানকে জানতে হবে। ভগবানের রূপ এবং গুণ জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অবগত হওয়া যায় না।

শ্লোক ৬

পরিজনানুরাগবিরচিতশবলসংশব্দসলিলসিতকিসলয়তুলসিকাদূর্বাঙ্কুরৈরপি সম্ভৃতয়া সপর্যয়া কিল পরম পরিতুষ্যসি ॥ ৬ ॥

পরিজন—আপনার ভৃত্যদের দ্বারা; **অনুরাগ**—মহা আনন্দে; **বিরচিত**—সম্পাদিত; **শবল**—গদ্গদ স্বরে; **সংশব্দ**—প্রার্থনার দ্বারা; **সলিল**—জল; **সিত-কিসলয়**—নবীন পত্রযুক্ত পল্লব; **তুলসিকা**—তুলসী দল; **দূর্বা-অঙ্কুরৈঃ**—এবং দূর্বাঘাসের অঙ্কুর; **অপি**—ও; **সম্ভৃতয়া**—অনুষ্ঠিত; **সপর্যয়া**—পূজার দ্বারা; **কিল**—বাস্তবিকপক্ষে; **পরম**—হে পরমেশ্বর; **পরিতুষ্যসি**—আপনি সন্তুষ্ট হন।

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি সর্বতোভাবে পূর্ণ। আপনার ভক্ত যখন বাষ্প-গদ্গদ স্বরে আপনার স্তুতি করেন এবং অনুরাগ ভরে জল, শুদ্ধ পল্লব, তুলসী ও দূর্বাঙ্কুর দ্বারা আপনার পূজা সম্পাদন করেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ, বিদ্যা অথবা ঐশ্বর্যের প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি প্রেম এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে কেবল একটি ফুল, জল এবং তুলসী ভগবানকে নিবেদন করেন, তাহলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*—"কেউ যদি প্রেম এবং ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জল প্রদান করে, তাহলে আমি তা গ্রহণ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/২৬)

ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান প্রসন্ন হন; তাই এখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই সন্তুষ্ট হন। *গৌতমীয়-তন্ত্র* থেকে উল্লেখ করে *হরিভক্তিবিলাসে* বলা হয়েছে—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, এবং তাঁর ভক্ত যদি তাঁকে কেবল একটি তুলসীপত্র ও এক অঞ্জলি জল দান করেন, তাহলে তিনি তাঁর সেই ভক্তের কাছে নিজেকে বিক্রী করে দেন।" ভগবান তাঁর ভক্তের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ। তিনি এতই কৃপাপরায়ণ যে, সব চাইতে দরিদ্র ব্যক্তিও তাঁকে ভক্তি সহকারে একটু জল ও একটি ফুল নিবেদন করতে পারেন এবং তার ফলে তিনি প্রসন্ন হন। তাঁর ভক্তবাৎসল্য হেতু তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে এইভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৭

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতমর্থমিহোপলভামহে ॥ ৭ ॥

অথ—অন্যথা; **অনয়া**—এই; **অপি**—ও; **ন**—না; **ভবতঃ**—আপনার; **ইজ্যয়া**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উরু-ভার-ভরয়া**—বহু সামগ্রীর ভারে ভারাক্রান্ত; **সমুচিতম্**—আবশ্যক; **অর্থম্**—উপযোগিতা; **ইহ**—এখানে; **উপলভামহে**—আমরা দেখতে পাই।

অনুবাদ

আমরা বহু উপচার সহকারে আপনার পূজা করেছি এবং আপনার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, আপনার প্রসন্নতা বিধানের জন্য এত সমস্ত আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, কাউকে যদি নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করা হয় কিন্তু তার যদি ক্ষুধা না থাকে, তাহলে সেই নিবেদনের কোন মূল্য নেই। বড় বড় যজ্ঞে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বহু সামগ্রী একত্র করা হয়, কিন্তু যদি ভগবানের প্রতি ভক্তি, আসক্তি অথবা প্রীতি না থাকে, তাহলে সেই সমস্ত আয়োজন নিষ্ফল। ভগবান পূর্ণ, এবং আমাদের কাছ থেকে তাঁর কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে একটু জল, একটি ফুল এবং একটি তুলসীপত্র ভক্তি সহকারে নিবেদন করি, তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। ভক্তিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের প্রধান উপায়। বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন হয় না। পুরোহিতেরা এই মনে করে অনুশোচনা করছিলেন যে, তাঁরা ভক্তির পথ অবলম্বন করেননি এবং তার ফলে তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেনি।

শ্লোক ৮

আত্মন এবানুসবনমঞ্জসাব্যতিরেকেণ বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য কিন্তু নাথাশিষ আশাসানানামেতদভিসংরাধনমাত্রং ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥

আত্মনঃ—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অনুসবনম্**—প্রতিক্ষণ; **অঞ্জসা**—সরাসরিভাবে; **অব্যতিরেকেন**—অপ্রতিহতভাবে; **বোভূয়মান**—বর্ধমান; **অশেষ**—অন্তহীনভাবে; **পুরুষ-অর্থ**—জীবনের উদ্দেশ্য; **স্ব-রূপস্য**—আপনার প্রকৃত রূপ; **কিন্তু**—কিন্তু; **নাথ**—হে ভগবান; **আশিষঃ**—জড় সুখভোগের আশীর্বাদ; **আশাসানানাম্**—আমরা যারা সর্বদা ভোগবাসনা করছি; **এতৎ**—এই; **অভিসং রাধন**—আপনার কৃপা লাভের জন্য; **মাত্রম্**—কেবল; **ভবিতুম্ অর্হতি**—হতে পারে।

অনুবাদ

আপনার মধ্যে সমস্ত পুরুষার্থ সাক্ষাৎভাবে, স্বতঃসিদ্ধরূপে, অপ্রতিহত গতিতে এবং প্রচুরভাবে প্রতিক্ষণই উৎপন্ন হচ্ছে। সেই অশেষ পুরুষার্থরূপ আনন্দই আপনার স্বরূপ। কিন্তু, হে ভগবান, আমরা নিরন্তর জড় সুখভোগের বাসনা করছি। এই সমস্ত যজ্ঞের আপনার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আপনার আশীর্বাদে যাতে আমাদের জড়সুখ ভোগ হয়, সেই জন্যই প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। আমাদের সকাম কর্মের উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়, আপনার সেগুলিতে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রয়োজন নেই।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাই বড় বড় যজ্ঞে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। যারা নিজেদের স্বার্থে জড় ঐশ্বর্য কামনা করে, সকাম কর্ম তাদেরই জন্য। *যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ*—আমরা যদি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কর্ম না করি, তাহলে আমাদের মায়ার দাসত্ব করতে হয়। আমরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশাল মন্দির নির্মাণ করতে পারি, কিন্তু ভগবানের এই প্রকার মন্দিরের কোন আবশ্যকতা নেই। ভগবানের আবাসস্থল-স্বরূপ লক্ষ লক্ষ মন্দির রয়েছে, এবং আমাদের প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। ঐশ্বর্যময় কার্যকলাপের কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। এই সমস্ত কার্যকলাপ আমাদের নিজেদের লাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। আমরা যদি আমাদের অর্থ দিয়ে এক বিশাল মন্দির তৈরি করি, তাহলে আমরা আমাদের কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব। এটি আমাদেরই লাভের জন্য। অধিকন্তু, আমরা যদি ভগবানের জন্য সুন্দর কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি, তাহলে তিনি প্রসন্ন হন এবং আমাদের আশীর্বাদ করেন। মূল কথা হচ্ছে যে, এই প্রকার বিশাল আয়োজন ভগবানের জন্য নয়, আমাদেরই জন্য। আমরা যদি কোন না কোনও ভাবে ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে এবং আমরা আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি।

শ্লোক ৯

তদ্‌যথা বালিশানাং স্বয়মাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পরমবিদুষাং পরমপরমপুরুষ প্রকর্ষকরুণয়া স্বমহিমানং চাপবর্গাখ্যমুপকল্পয়িষ্যন্ স্বয়ং নাপচিত এবেতরবদিহোপলক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; **যথা**—যেমন; **বালিশানাম্**—মূর্খদের; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **আত্মনঃ**—নিজের; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **পরম্**—পরম; **অবিদুষাম্**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের; **পরম-পরম-পুরুষ**—হে ঈশ্বরেরও ঈশ্বর; **প্রকর্ষ-করুণয়া**—প্রচুর করুণার দ্বারা; **স্ব-মহিমানম্**—আপনার নিজের মহিমা; **চ**—এবং; **অপবর্গ-আখ্যম্**—অপবর্গ (মুক্তি) নামক; **উপকল্পয়িষ্যন্**—দেওয়ার ইচ্ছায়; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **ন অপচিতঃ**—যথাযথভাবে পূজিত না হয়ে; **এব**—যদিও; **ইতর-বৎ**—সাধারণ মানুষের মতো; **ইহ**—এখানে; **উপলক্ষিতঃ**—(আপনি) উপস্থিত এবং (আমাদের দ্বারা) দৃষ্ট।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের উপায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, কারণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যে কি তা আমরা জানি না। আপনি যেন স্বয়ং পূজা গ্রহণ করবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দর্শন দান করবার জন্যই আপনি এসেছেন। আপনি আপনার অসীম করুণাবশত অপবর্গ নামক স্বীয় মাহাত্ম্য প্রদান করার জন্য, আমাদের অজ্ঞতাজনিত কারণে যথাযথভাবে পূজিত না হয়েও এখানে এসেছেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কোন স্বার্থ ছিল। তেমনই, মন্দিরে অর্চাবিগ্রহ সেই উদ্দেশ্যেই থাকে। তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি। যেহেতু আমাদের দিব্য দৃষ্টি নেই, তাই আমরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন করতে পারি না; সেই জন্য, ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এমন রূপে আসেন, যাতে আমরা তাঁকে দেখতে পাই। আমরা পাথর, কাঠ ইত্যাদি জড় বস্তুই কেবল দর্শন করতে পারি, এবং তাই ভগবান কাঠ, পাথর ইত্যাদি বস্তুর মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে মন্দিরে আমাদের সেবা গ্রহণ করেন। এটি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রকাশ। যদিও এই সমস্ত বস্তুর প্রতি তাঁর কোন আসক্তি নেই, তবুও আমাদের প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য তিনি এইভাবে আসেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পূজার জন্য উপযুক্ত উপকরণ আমরা নিবেদন করতে পারি না, কারণ আমরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলে, মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

অথায়মেব বরো হ্যর্হত্তম যর্হি বর্হিষি রাজর্ষের্বরদর্ষভো ভবান্নিজ-পুরুষেক্ষণবিষয় আসীৎ ॥ ১০ ॥

অথ—তখন; **অয়ম্**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বরঃ**—বর; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্হত্তম**—হে পূজ্যতম; **যর্হি**—যেহেতু; **বর্হিষি**—যজ্ঞে; **রাজ-ঋষেঃ**—মহারাজ নাভির; **বরদ-ঋষভঃ**—শ্রেষ্ঠ বরদাতা; **ভবান্**—আপনি; **নিজ-পুরুষ**—আপনার ভক্তদের; **ঈক্ষণ-বিষয়ঃ**—দর্শনের বিষয়; **আসীৎ**—হয়েছে।

অনুবাদ

হে পূজ্যতম, আপনি সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং আমাদের বর প্রদান করবার জন্যই আপনি মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যেহেতু আমাদের নয়নপথের পথিক হয়েছেন, সেটিই আমাদের পক্ষে পরম বরস্বরূপ হয়েছে।

তাৎপর্য

নিজ-পুরুষ-ঈক্ষণ-বিষয় । *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) কৃষ্ণ বলেছেন, *সমোঽহং সর্বভূতেষু*—"আমি কারও প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নই, আবার কারও পক্ষপাতিত্বও আমি করি না। আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কিন্তু ভক্তি সহকারে যে আমার সেবা করে, সে আমার প্রিয়। সে আমাতে স্থিত এবং আমিও তার প্রিয়।"

ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী। অর্থাৎ, কেউ তাঁর শত্রু নয় এবং মিত্রও নয়। সকলেই তার কর্মের ফল ভোগ করছে, এবং সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান সব দেখছেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করছেন। কিন্তু, ভক্তরা যেমন সর্বদা ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য উৎসুক, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তদের সম্মুখে উপস্থিত হতে অত্যন্ত উৎসুক। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"পুণ্যাত্মাদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য, এবং ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য, আমি যুগে-যুগে আবির্ভূত হই।"

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ আসেন তাঁর ভক্তদের উদ্ধার করবার জন্য এবং সন্তুষ্টি-বিধান করবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি অসুরদের সংহার করতে আসেন না, কারণ সেই কার্যটি তাঁর প্রতিনিধিরাও করতে পারে। মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু আবির্ভূত হয়েছিলেন মহারাজ নাভি এবং তাঁর পার্ষদদের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। এছাড়া সেখানে আবির্ভূত হওয়ার আর কোন কারণ তাঁর ছিল না।

শ্লোক ১১

অসঙ্গনিশিতজ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎস্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনী-নামনবরতপরিগুণিতগুণগণ পরমমঙ্গলায়নগুণগণকথনোঽসি ॥ ১১ ॥

অসঙ্গ—বৈরাগ্যের দ্বারা; **নিশিত**—দৃঢ়; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **অনল**—অগ্নির দ্বারা; **বিধূত**—দূরীকৃত; **অশেষ**—অসীম; **মলানাম্**—মল; **ভবৎ-স্বভাবানাম্**—যাঁরা আপনার গুণাবলী লাভ করেছেন; **আত্ম-আরামাণাম্**—যাঁরা আত্মতৃপ্ত; **মুনীনাম্**—মুনিদের; **অনবরত**—নিরন্তর; **পরিগুণিত**—স্মরণ করে; **গুণ-গণ**—সদ্‌গুণসমূহ; **পরম-মঙ্গল**—পরম আনন্দ; **আয়ন**—উৎপন্ন করে; **গুণ-গণ-কথনঃ**—যাঁর মহিমা কীর্তন; **অসি**—আপনি হোন।

অনুবাদ

হে ভগবান, মুনি-ঋষিগণ নিরন্তর আপনার গুণগান করেন। বৈরাগ্যের দ্বারা শাণিত জ্ঞানানলে তাঁদের হৃদয়ের মলরাশি বিধ্বংস হয়েছে। তার ফলে তাঁরা আত্মারাম হয়েছেন এবং আপনারই স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁরা যদিও আপনার মহিমা কীর্তন করে দিব্য আনন্দ অনুভব করেন, তবুও তাঁদের পক্ষেও আপনার দর্শন দুর্লভ।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভির যজ্ঞস্থলে সমবেত পুরোহিতেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শন দানের প্রশংসা করেছেন, এবং নিজেদের ধন্য বলে মনে করেছেন। যে সমস্ত মহাত্মা জড় জগতের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তন করার ফলে যাঁদের হৃদয় নির্মল হয়েছে, তাঁদের পক্ষেও ভগবানের দর্শন দুর্লভ। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের দিব্য গুণাবলী কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের ব্যক্তিগত উপস্থিতির কোন প্রয়োজন তাঁদের হয় না। পুরোহিতেরা বলেছিলেন যে, ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ সেই সমস্ত মহাত্মাদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু তাঁদের প্রতি তিনি এতই কৃপাময় যে, তিনি তাঁদের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তাই সেই পুরোহিতেরা তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন।

শ্লোক ১২

অথ কথঞ্চিৎস্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভণদুরবস্থানাদিষু বিবশানাং নঃ স্মরণায় জ্বরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু ॥ ১২ ॥

অথ—তা সত্ত্বেও; **কথঞ্চিৎ**—কোন না কোনও ভাবে; **স্খলন**—বিপথগামী; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **পতন**—পতন; **জৃম্ভণ**—অজ্ঞানাচ্ছন্ন; **দুরবস্থান**—প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকার ফলে; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিবশানাম্**—অক্ষম; **নঃ**—আমাদের; **স্মরণায়**—স্মরণ করতে; **জ্বর-মরণ-দশায়াম্**—মৃত্যুর সময় প্রবল জ্বরে পীড়িত অবস্থায়; **অপি**—ও; **সকল**—সমস্ত; **কশ্মল**—পাপ; **নিরসনানি**—যা দূর করতে পারে; **তব**—আপনার; **গুণ**—গুণাবলী; **কৃত**—কার্যকলাপ; **নামধেয়ানি**—নামসমূহ; **বচন-গোচরাণি**—উচ্চারণ করা সম্ভব; **ভবন্তু**—হোক।

অনুবাদ

হে ভগবান, আমরা বিপথগামী, ক্ষুধার্ত, পতিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন, দুরবস্থাগ্রস্ত, পীড়িত এবং মৃত্যুর সময়ে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ফলে, আপনার নাম, রূপ ও গুণাবলী স্মরণ করতে সক্ষম নাও হতে পারি। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, হে ভক্তবৎসল ভগবান, আপনার যে দিব্য নাম, গুণ এবং লীলাসমূহ সমস্ত পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে, তা স্মরণ করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

তাৎপর্য

জীবনে প্রকৃত সাফল্য হচ্ছেঅন্তে *নারায়ণ-স্মৃতি*—মৃত্যুর সময় ভগবানের দিব্য নাম, গুণাবলী, লীলা এবং রূপ স্মরণ করা। মন্দিরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, জড় বন্ধন এতই কঠিন যে, মৃত্যুর সময় পীড়িত হওয়ার ফলে এবং মানসিক বিকারের ফলে আমরা ভগবানকে ভুলে যেতে পারি। তাই ভগবানের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা করা উচিত যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যুর সময় তাঁর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করার যোগ্যতা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে *শ্রীমদ্ভাগবতের* ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯-১০ এবং ১৪-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্লোক ১৩

কিঞ্চায়ং রাজর্ষিরপত্যকামঃ প্রজাং ভবাদৃশীমাশাসান ঈশ্বরমাশিষাং স্বর্গাপবর্গয়োরপি ভবন্তমুপধাবতি প্রজায়ামর্থপ্রত্যয়ো ধনদমিবাধনঃ ফলীকরণম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ—অধিকন্তু; **অয়ম্**—এই; **রাজ-ঋষিঃ**—পুণ্যবান রাজা নাভি; **অপত্য-কামঃ**—পুত্র কামনায়; **প্রজাম্**—পুত্র; **ভবাদৃশীম্**—আপনার মতো; **আশাসানঃ**—আশা করে;

ঈশ্বরম্—পরমেশ্বর; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **স্বর্গ-অপবর্গয়োঃ**—স্বর্গলোক এবং মুক্তি; **অপি**—যদিও; **ভবন্তম্**—আপনি; **উপধাবতি**—আরাধনা করেন; **প্রজায়াম্**—সন্তানদের; **অর্থ-প্রত্যয়ঃ**—জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে; **ধন-দম্**—যে ব্যক্তি অশেষ সম্পদ দান করতে পারেন; **ইব**—সদৃশ; **অধনঃ**—দরিদ্র ব্যক্তি; **ফলীকরণম্**—তুষের কণা।

অনুবাদ

হে ভগবান, এই মহারাজ নাভি আপনার মতো একটি পুত্র লাভ করাকেই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। হে ভগবান, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন মহা ধনবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে কেবল একটু শস্যকণা ভিক্ষা করে, তেমনই স্বর্গ ও অপবর্গ প্রদানে সক্ষম আপনার কাছে মহারাজ নাভি কেবল একটি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা করছেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি যে কেবল একটি পুত্র লাভের জন্য সেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই জন্য পুরোহিতেরা কিছুটা লজ্জিত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁকে স্বর্গলোক অথবা বৈকুণ্ঠলোকে স্থান প্রদান করতে পারতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে ভগবানের কাছে গিয়ে চরম আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে হয়। তিনি বলেছেন—*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে* । তিনি ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক কোন কিছুর প্রার্থনা করেননি। জড় ঐশ্বর্য মানে হচ্ছে ধন-সম্পদ, সুখী পরিবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং বহু অনুগামী, কিন্তু বুদ্ধিমান ভক্ত ভগবানের কাছে জড়-জাগতিক কোন কিছু ভিক্ষা করেন না। তাঁর একমাত্র প্রার্থনা হচ্ছে—*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি* । তিনি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান। তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চান না অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি চান না। তা যদি হত, তাহলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন না, *মম জন্মনি জন্মনি* । ভক্ত যদি ভগবানের সেবা করতে পারেন, তাহলে বারবার জন্মগ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি থাকে না। প্রকৃতপক্ষে চরম মুক্তি হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। ভক্ত কখনও জড় জগতের কোন বস্তু নিয়ে মাথা ঘামান না। যদিও মহারাজ নাভি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মতো একটি পুত্র কামনা করেছিলেন, তবুও ভগবানের মতো পুত্র আকাঙ্ক্ষা করাও এক প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ। শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে চান।

শ্লোক ১৪

কো বা ইহ তেঽপরাজিতোঽপরাজিতয়া মায়য়ানবসিতপদব্যানাবৃতমতি-র্বিষয়বিষরয়ানাবৃতপ্রকৃতিরনুপাসিতমহচ্চরণঃ ॥ ১৪ ॥

কঃ বা—কোন্ পুরুষ; **ইহ**—এই জড় জগতে; **তে**—আপনার; **অপরাজিতঃ**—অপরাজিত; **অপরাজিতয়া**—অপরাজিতের দ্বারা; **মায়য়া**—মায়া; **অনবসিত-পদব্য**—অলক্ষিত মার্গ; **অনাবৃত-মতিঃ**—যার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন নয়; **বিষয়-বিষ**—বিষসদৃশ জড় সুখভোগের; **রয়**—বেগে; **অনাবৃত**—অনাচ্ছাদিত; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **অনুপাসিত**—আরাধনা না করে; **মহৎ-চরণঃ**—মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহাজনের চরণ সেবা না করে কোন্ পুরুষই বা এই সংসারে আপনার মায়ার দ্বারা মোহিতচিত্ত, বশীভূত এবং বিষয়-বিষের বেগে আচ্ছাদিত না হয়েছেন? আপনার মায়া দুর্জয়া। তার গতি কেউই লক্ষ্য করতে পারে না অথবা কেউই বলতে পারে না কিভাবে তিনি কার্য করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ নাভি পুত্রলাভের জন্য মহান যজ্ঞ করছিলেন। সেই পুত্র ভগবানের মতো হতে পারে, কিন্তু এই প্রকার জড়-জাগতিক বাসনা, তা সে যতই মহৎ হোক অথবা ক্ষুদ্র হোক, তা মায়ারই প্রভাব। তাই ভগবদ্ভক্তিকে নিষ্কাম বলে বর্ণনা করা হয় (*অন্যাভিলাষিতাশূন্যং*)। সকলেই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সব রকম জড় বাসনার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মহারাজ নাভিও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে মহান ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়া (*মহচ্চরণ-সেবা*)। মহান ভক্তের শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা না করে, কখনও মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পায়েছে কেবা* । মায়া *অপরাজিত* এবং তাঁর প্রভাবও *অপরাজিত* । *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

"এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আমারই শক্তি এবং তাকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।"

ভগবদ্ভক্তই কেবল মায়ার এই মহান প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন। মহারাজ নাভি যে পুত্র কামনা করেছিলেন তাতে তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি সমস্ত পুত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের মতো পুত্র কামনা করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ

করার ফলে, জড় ঐশ্বর্যের প্রতি কোন বাসনা থাকে না। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

'সাধু-সঙ্গ', 'সাধু-সঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

এবং *মধ্যলীলায়* (২২/৫১) বলা হয়েছে—

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই সাধু (ভক্তের) সঙ্গ করতে হবে। সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভগবদ্ভক্তের ক্ষণিক সঙ্গ প্রভাবেও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। বিশেষ করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা লাভ করতে হলে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ নিতান্তই আবশ্যক। সাধুসঙ্গ বা মহান ভক্তের আশীর্বাদ ব্যতীত, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৭/৫/৩২) প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

মহান ভক্তের পদরজ মস্তকে ধারণ না করলে (*পাদরজোঽভিষেকম্*), ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। শুদ্ধ ভক্ত নিষ্কিঞ্চন, অর্থাৎ জড় জগৎকে ভোগ করার কোন বাসনা তাঁর নেই। সেই গুণ অর্জন করতে হলে শুদ্ধ ভক্তের শরণ গ্রহণ করতে হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত।

শ্লোক ১৫

যদু হ বাব তব পুনরদভ্রকর্তরিহ সমাহূতস্তত্রার্থধিয়াং মন্দানাং নস্তদ্‌যদ্ধেবহেলনং দেবদেবার্হসি সাম্যেন সর্বান্ প্রতিবোঢ়ুমবিদুষাম্॥ ১৫॥

যৎ—যেহেতু; **উ হ বাব**—বাস্তবিকপক্ষে; **তব**—আপনার; **পুনঃ**—পুনরায়; **অদভ্র-কর্তঃ**—বহু কার্য সম্পাদন করেন যে ভগবান; **ইহ**—এই যজ্ঞস্থলে; **সমাহূতঃ**—

ভক্তির শুরু তখন হয় যখন মানুষ দুর্দশায় পড়ে অথবা ধন কামনা করে, অথবা পরম সত্যকে জানার অভিলাষী হয়। কিন্তু যারা এইভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে ভক্ত নয়। যেহেতু তারা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাই তাদের পুণ্যবান (*সুকৃতিনঃ*) বলে স্বীকার করা হয়। ভগবানের বিবিধ কার্যকলাপ না জানার ফলে, তারা জড়-জাগতিক লাভের জন্য অনর্থক ভগবানকে বিরক্ত করে। কিন্তু ভগবান এতই কৃপালু যে, তাঁকে বিরক্ত করলেও তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। শুদ্ধ ভক্ত *অন্যাভিলাষিতাশূন্য;* কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভগবানের আরাধনা করেন না। তিনি কর্ম অথবা জ্ঞানরূপ মায়ার প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত নন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই কোন রকম ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্য না নিয়ে সর্বদা ভগবানের সেবা করতে প্রস্তুত থাকেন। যজ্ঞের পুরোহিত ঋত্বিকেরা কর্ম এবং ভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে ভালভাবেই অবগত ছিলেন, এবং যেহেতু তাঁরা নিজেদের কর্মাধীন বলে মনে করেছিলেন তাই তাঁরা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। তাঁরা জানতেন যে এক অতি ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা ভগবানকে ডেকে এনেছেন।

শ্লোক ১৬

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নিগদেনাভিষ্টূয়মানো ভগবাননিমিষর্ষভো বর্ষধরাভিবাদিতাভি-বন্দিতচরণঃ সদয়মিদমাহ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নিগদেন**—গদ্যাত্মক স্তুতির দ্বারা; **অভিষ্টূয়মানঃ**—বন্দিত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবান; **অনিমিষ-ঋষভঃ**—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; **বর্ষ-ধর**—ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ নাভির দ্বারা; **অভিবাদিত**—পূজিত; **অভিবন্দিত**—বন্দিত; **চরণঃ**—চরণকমল; **সদয়ম্**—কৃপাপূর্বক; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ভারতবর্ষের অধিপতি নাভির সম্মানিত ঋত্বিকেরা এইভাবে গদ্যাত্মক স্তোত্রের দ্বারা দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা নিবেদন করলেন। দেবশ্রেষ্ঠ, পরম ঈশ্বর ভগবান তখন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বতাহমৃষয়ো ভবদ্ভিরবিতথগীর্ভির্বরমসুলভমভিযাচিতো যদমুষ্যাত্মজো ময়া সদৃশো ভূয়াদিতি মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবল্যাদথাপি ব্রহ্মবাদো ন মৃষা ভবিতুমর্হতি মমৈব হি মুখং যদ্ দ্বিজদেবকুলম্ ॥১৭॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অহো**—আহা; **বত**—আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি; **অহম্**—আমি; **ঋষয়ঃ**—হে মহর্ষিগণ; **ভবদ্ভিঃ**—আপনাদের দ্বারা; **অবিতথ-গীর্ভিঃ**—যাঁদের বাণী সত্য; **বরম্**—বর লাভের জন্য; **অসুলভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **অভিযাচিতঃ**—প্রার্থিত; **যৎ**—যা; **অমুষ্য**—মহারাজ নাভির; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **ময়া সদৃশঃ**—আমার মতো; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **ইতি**—এইভাবে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **এব**—কেবল; **অভিরূপঃ**—সমান; **কৈবল্যাৎ**—অদ্বিতীয় হওয়ার ফলে; **অথাপি**—তা সত্ত্বেও; **ব্রহ্ম-বাদঃ**—মহান ব্রাহ্মণদের বাণী; **ন**—না; **মৃষা**—মিথ্যা; **ভবিতুম্**—হওয়া; **অর্হতি**—উচিত; **মম**—আমার; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **হি**—যেহেতু; **মুখম্**—মুখ; **যৎ**—যা; **দ্বিজ-দেব-কুলম্**—শুদ্ধ ব্রাহ্মণকুল।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহর্ষিগণ, আপনাদের স্তবে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আপনারা সকলেই সত্যবাক। আপনারা প্রার্থনা করেছেন যে, মহারাজ নাভির যেন আমার মতো পুত্র হয়। কিন্তু আমি যেহেতু অদ্বিতীয় পুরুষ এবং কেউই আমার সমতুল্য নয়, তাই আমার মতো আর কাউকে পাওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক, যেহেতু আপনারা যোগ্য ব্রাহ্মণ, তাই আপনাদের বচন মিথ্যা হওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী সমন্বিত ব্রাহ্মণদের আমি আমার মুখ বলে মনে করি।

তাৎপর্য

অবিতথগীর্ভিঃ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাঁদের বাণী মিথ্যা হতে পারে না।' শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজদের প্রায় ভগবানেরই মতো সমান শক্তিমান হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ যা বলেন তা কোন অবস্থাতেই অসত্য হতে পারে না অথবা তার পরিবর্তন করা যায় না। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ হচ্ছেন ভগবানের মুখ; তাই সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়, কারণ ব্রাহ্মণ যখন আহার করেন তখন মনে করা হয় যে, ভগবানই আহার করছেন।

তেমনই ব্রাহ্মণ যা বলেন তারও পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। মহারাজ নাভির যজ্ঞে যে-সমস্ত ঋষিরা পুরোহিত হয়েছিলেন তাঁরা কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন না, তাঁরা এতই যোগ্য ছিলেন যে, তাঁরা দেবতা বা ভগবানেরই মতো ছিলেন। তা যদি না হত, তাহলে তাঁরা কিভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সেই যজ্ঞস্থলে আসতে আহ্বান করেছিলেন? ভগবান এক, এবং তিনি কোন ধর্মমতের বা ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পত্তি নন। কলিযুগের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করে যে, তাদের ভগবান অন্যদের ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু তা কখনই সত্য নয়। ভগবান এক, এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। এই শ্লোকে *কৈবল্যাৎ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের কোন প্রতিযোগী নেই। ভগবান কেবল একজনই। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) বলা হয়েছে, *ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে*—"কেউই তাঁর সমান নন এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন।" সেটিই হচ্ছে ভগবানের সংজ্ঞা।

শ্লোক ১৮

তত আগ্নীধ্রীয়েঽংশকলয়াবতরিষ্যাম্যাত্মতুল্যমনুপলভমানঃ ॥ ১৮ ॥

ততঃ—অতএব; **আগ্নীধ্রীয়ে**—আগ্নীধ্রপুত্র নাভির পত্নী-গর্ভে; **অংশ-কলয়া**—আমার অংশ-কলার দ্বারা; **অবতরিষ্যামি**—আমি আবির্ভূত হব; **আত্ম-তুল্যম্**—আমার সমান; **অনুপলভমানঃ**—না পেয়ে।

অনুবাদ

যেহেতু আমার তুল্য কেউ নেই, তাই আমিই আমার অংশ-কলার দ্বারা আগ্নীধ্রপুত্র মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে আবির্ভূত হব।

তাৎপর্য

এটিই ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার একটি দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তবুও তিনি কখনও তাঁর স্বাংশের দ্বারা এবং কখনও বিভিন্নাংশের দ্বারা নিজেকে বিস্তার করেন। এখানে ভগবান বিষ্ণু তাঁর স্বাংশের দ্বারা মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন। ঋত্বিকেরা জানতেন যে ভগবান এক, তবুও তাঁরা তাঁকে মহারাজ নাভির পুত্ররূপে আবির্ভূত হতে প্রার্থনা করেছেন, যাতে সমগ্র জগৎ জানতে পারে যে, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন শক্তিরূপে নিজেকে বিস্তার করেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি নিশাময়ন্ত্যা মেরুদেব্যাঃ পতিমভিধায়ান্তর্দধে ভগবান্ ॥ ১৯ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **নিশাময়ন্ত্যাঃ**—যিনি শুনছিলেন; **মেরুদেব্যাঃ**—মেরুদেবীর উপস্থিতিতে; **পতিম্**—তাঁর পতিকে; **অভিধায়**—বলে; **অন্তর্দধে**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কথা বলে ভগবান অন্তর্হিত হয়েছিলেন। মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবী তাঁর পতির পাশেই বসে ছিলেন, তাই তিনি ভগবানের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক নির্দেশ অনুসারে, পতিকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়। *সপত্নীকো ধর্মমাচরেৎ*—পত্নীসহ ধর্ম আচরণ করা উচিত। তাই মহারাজ নাভি তাঁর পত্নীসহ এই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২০

বর্হিষি তস্মিন্নেব বিষ্ণুদত্ত ভগবান্ পরমর্ষিভিঃ প্রসাদিতো নাভেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া তদবরোধায়নে মেরুদেব্যাং ধর্মান্দর্শয়িতুকামো বাতবসনানাং শ্রমণানামৃষীণামূর্ধ্বমন্থিনাং শুক্লয়া তনুবাবততার ॥ ২০ ॥

বর্হিষি—যজ্ঞস্থলে; **তস্মিন্**—সেই; **এব**—এইভাবে; **বিষ্ণু-দত্ত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরম-ঋষিভিঃ**—মহর্ষিদের দ্বারা; **প্রসাদিতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **নাভেঃ প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—মহারাজ নাভিকে প্রসন্ন করার জন্য; **তৎ-অবরোধায়নে**—তাঁর পত্নীতে; **মেরুদেব্যাম্**—মেরুদেবী; **ধর্মান্**—ধর্ম; **দর্শয়িতুকামঃ**—কিভাবে অনুষ্ঠান করতে হয় তা দেখাবার জন্য; **বাত-বসনানাম্**—সন্ন্যাসীদের (যাঁরা প্রায় বসনহীন); **শ্রমণানাম্**—বানপ্রস্থীদের; **ঋষীণাম্**—মহর্ষিদের; **ঊর্ধ্ব-মন্থিনাম্**—ব্রহ্মচারীদের; **শুক্লয়া তনুবা**—তাঁর নির্গুণ চিন্ময় স্বরূপে; **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ মহারাজ, সেই যজ্ঞের মহর্ষিদের প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ এবং যাজ্ঞিক গৃহস্থদের নিজে আচরণ করে ধর্ম অনুষ্ঠানের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মহারাজ নাভির বাসনা পূর্ণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর গুণাতীত চিন্ময় স্বরূপে মেরুদেবীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য

ভগবান যখন এই জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা সৃষ্ট কোন দেহ গ্রহণ করেন না। মায়াবাদীরা বলে যে নির্বিশেষ ভগবান সত্ত্বগুণে দেহ ধারণ করে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শুক্ল শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শুদ্ধ সত্ত্ব সমন্বিত'। ভগবান বিষ্ণু তাঁর শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। শুদ্ধ সত্ত্ব বলতে বোঝায় নির্মল সত্ত্বগুণ। জড় জগতে সত্ত্বগুণও রজ ও তমোগুণের ছোঁয়ায় দূষিত। কিন্তু সত্ত্বগুণ যখন রজোগুণ এবং তমোগুণের দ্বারা দূষিত নয়, তখন তাকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব। *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩/২৩)। সেটিই হচ্ছে বসুদেব পদ, যেখানে ভগবান বাসুদেবকে অনুভব করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

"হে ভারত! যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতরণ করি।"

ভগবান সাধারণ জীবের মতো প্রকৃতির গুণের দ্বারা বাধ্য হয়ে অবতরণ করেন না। *ধর্মান্ দর্শয়িতুকাম*—অর্থাৎ মানুষদের কর্তব্যকর্ম কিভাবে সম্পাদন করতে হয়, তা দেখাবার জন্য তিনি অবতরণ করেন। *ধর্ম* শব্দটি কেবল মানুষদের প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হয়, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা কখনও কখনও ভগবানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে, তাদের মনগড়া ধর্ম তৈরি করে। প্রকৃত ধর্ম কখনও মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে না। *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/৩/১৯)। ধর্ম ভগবানের দান, ঠিক যেমন সরকার আইন প্রদান করে। মানুষের তৈরি ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* মানুষের

তৈরি ধর্মকে *কৈতব-ধর্ম* বা কপট ধর্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মানব-সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে পালন করার পন্থা প্রদর্শন করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান অবতারদের প্রেরণ করেন। এই প্রকার ধর্ম হচ্ছে ভক্তিমার্গ। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং বলেছেন—*সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ* । মহারাজ নাভির পুত্র ঋষভদেব ধর্মনীতি উপদেশ দেবার জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। তা পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

ইতি 'মহারাজ নাভির পত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভদেবের আবির্ভাব' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।